গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন, লেভেল-১৫,
৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
www.ccie.gov.bd

নং- ২৬.০৩.০০০০.০০২.১৮.০০৭.১৬-৩৯৬১

তারিখঃ ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ / ২২ নভেম্বর ২০১৭

অফিস আদেশ

আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল আঞ্চলিক দপ্তরকে জানানো যাচ্ছে যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "মেমোরি অব দ্য' ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিষ্ট্রার"-এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে "বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য"র স্বীকৃতি লাভের অসামান্য অর্জনকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে আগামী ২৫-১১-২০১৭ তারিখে সারা দেশে "আনন্দ শোভাযাত্রা" আয়োজনের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হবে। জেলা প্রশাসন আয়োজিত উক্ত আনন্দ শোভাযাত্রায় জেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২২.১১.১৭

(মনিরুজ্জামান খান)
সহকারী নিয়ন্ত্রক
আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকা।
ফোন-৯৫৫০২৮৯
ac2.ho@ccie.gov.bd

বিতরণঃ

১। দপ্তর প্রধান, সকল আঞ্চলিক দপ্তর, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
২। জনাব মোঃ এমরান হোসেন, নির্বাহী অফিসার, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের জন্য)।
৩। ব্যক্তিগত সহকারী প্রধান নিয়ন্ত্রক।

জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mincom.gov.bd

নং-২৬.০০.০০০০.০৮৬.৯৩.০৪০.১৬-**১০২৪**

তারিখঃ ০২ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ / ১৬ নভেম্বর ২০১৭

বিষয়ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "মেমোরি অব দ্য' ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার"-এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে "বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্যের" স্বীকৃতি লাভের অসামান্য অর্জনকে যথাযোগ্যভাবে উদ্‌যাপন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ-(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাধারণ অধিশাখা হতে প্রেরিত ১২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের সভার কার্যপত্র।
(২) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্মারক নং-০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৮.০০৫.১৭-৪২৭, তারিখ: ০৯-১১-২০১৭।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ০১ নং সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "মেমোরি অব দ্য' ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার"-এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে "বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্যের" স্বীকৃতি লাভের অসামান্য অর্জনকে যথাযোগ্যভাবে উদ্‌যাপনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ১২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিরণীতে সারাদেশে ২৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে 'আনন্দ শোভাযাত্রা' আয়োজনের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন এবং ০২ নং সূত্রোস্থ স্মারকে এ অসামান্য অর্জনকে যথাযোগ্যভাবে উদ্‌যাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ০২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

১৬/১১/১৭

(পুর্শিয়া আক্তার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
☎ ৯৫৪৫৮৫৩
E-mail: admn1@mincom.gov.bd

প্রয়োজনীয় কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২. চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড, ১৭১-১৭২ বায়েজীদ বোস্তামী রোড, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
৪. ভাইস-চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, টিসিবি ভবন, ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, টিসিবি ভবন, ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৬. প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন (১৬ তলা), ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
৭. নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, টিসিবি ভবন, ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৮. চেয়ারম্যান, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, টিসিবি ভবন, ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৯. কো-অর্ডিনেটর, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, বিএফআইডিসি বিল্ডিং (৯ম তলা), ৭৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১০. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই), টিসিবি ভবন, ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
১১. সভাপতি, দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
১২. সভাপতি, দি ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ, নীলক্ষেত, ঢাকা।
১৩. সভাপতি, দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারীজ অব বাংলাদেশ, পদ্মা লাইফ টাওয়ার, বাংলামটর, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১. পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. উপসচিব, সাধারণ অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর দপ্তর
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
*
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
ডায়েরি নম্বর
তারিখঃ স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ অধিশাখা

সচিবের দপ্তর	
☐ অতিরিক্ত সচিব ☐ অতিরিক্ত সচিব (রাজস্ব) ☐ অতিরিক্ত সচিব (আইসিটি) ☐ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ☐ অতিরিক্ত সচিব (একটিএ) ☐ ডিজি (ডব্লিউটিও সেল) ☐ পরিচালক (টিও) ☐ উপ-প্রধান (পরিঃ) ☐ সচিবের একান্ত সচিব নম্বর..... তারিখঃ.....	☐ জরুরী ব্যবস্থা নিন ☐ উপস্থাপন করুন ☐ মন্তব্যসহ উপস্থাপন করুন ☐ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন ☐ আলোচনা করুন ..... স্বাক্ষর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "মেমোরি অব দ্য' ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার"-এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে "বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্যের" স্বীকৃতি লাভের অসামান্য অর্জনকে সারাদেশে একইদিনে "আনন্দ শোভাযাত্রা'র মাধ্যমে উদ্‌যাপন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

তারিখ ও সময় : ১২ নভেম্বর ২০১৭, বেলা ১:০০ ঘটিকা

সভার স্থান : মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ

সভায় উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।

০২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "মেমোরি অব দ্য' ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার"-এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে "বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্যের" স্বীকৃতি লাভ করায় এ অর্জনকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আগামী ২৫.১১.২০১৭ তারিখে সারাদেশে "আনন্দ শোভাযাত্রা" আয়োজনের মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

০৩। সার্বিক আলোচনান্তে সারাদেশে আগামী ২৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে "আনন্দ শোভাযাত্রা" আয়োজনের বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সর্বস্তরের জনগণ ও শিশু/কিশোরদের অংশগ্রহণে আগামী ২৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় সারাদেশে জেলা ও উপজেলায় একযোগে আনন্দ শোভাযাত্রা'র আয়োজন করতে হবে।	জেলা প্রশাসন (সকল) ও উপজেলা প্রশাসন (সকল)

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একই দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চলচ্চিত্র (ওরা ১১ জন) প্রদর্শন করতে হবে।	তথ্য মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন (সকল) ও উপজেলা প্রশাসন (সকল)
৩.	স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সর্বস্তরের জনগণ ও শিশু/কিশোরদের অংশগ্রহণে আগামী ২৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ বেলা ০৩.০০ ঘটিকায় ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে আনন্দ শোভাযাত্রা শুরু হয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমবেত হবে।	'ঢাকা মহানগরীতে আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন উপকমিটি' ও বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/জেলা প্রশাসন, ঢাকা/ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
৪.	বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর প্রাঙ্গণ, ধানমন্ডি ৩২ নম্বর হতে একটি বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা বেলা ৩:০০ ঘটিকায় রওয়ানা হয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এসে মিলিত হবে।	ঢাকা মহানগরীতে আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন উপকমিটি
৫.	ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশে ২৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে আয়োজিত আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য বেসরকারি টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে সরাসরি সম্প্রচার করতে হবে। এছাড়া বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় **বিশেষ অনুষ্ঠান** এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় **ক্রোড়পত্র** প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণে করতে হবে।	তথ্য মন্ত্রণালয়
৬.	আনন্দ শোভাযাত্রায় বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বর্ণাঢ্য বাদক দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।	জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৭.	ঢাকা মহানগরীতে অনুষ্ঠেয় আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত 'ঢাকা মহানগরীতে আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন উপকমিটি' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ১. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়- আহ্বায়ক ২. সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ- সদস্য ৩. মহাপরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-সদস্য ৪. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা-সদস্য-সচিব ৫ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন- সদস্য ৬. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নন)- সদস্য ৭. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নন)- সদস্য ৮. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নন)- সদস্য ৯. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নন)- সদস্য ১০. তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নন)-সদস্য	-

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	১১. জননিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নন)-সদস্য ১২. সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নন)-সদস্য ১৩. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নন)-সদস্য ১৪. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নন)-সদস্য ১৫. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নন)-সদস্য ১৬. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নন)-সদস্য ১৭. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নন)-সদস্য ১৮. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নন)-সদস্য ১৯. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নন)-সদস্য ২০. জেলা প্রশাসক, ঢাকা- সদস্য	
৮.	সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৭ই মার্চের ভাষণের উপর নির্মিত লেজার লাইট শো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজনসহ মঞ্চ নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	'ঢাকা মহানগরীতে আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন উপকমিটি' ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
৯.	পরীক্ষার্থীদের পড়াশুনার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে আনন্দ শোভাযাত্রায় তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
১০.	আনন্দ শোভাযাত্রাকে শৈল্পিক, নান্দনিক ও দর্শকগ্রাহী করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যানার, ফেস্টুন, প্লাকার্ড ডিসপ্লেসহ বর্ণাঢ্য আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ/জেলা ও উপজেলা প্রশাসন
১১.	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৭ই মার্চের ভাষণের উপর রচনা প্রতিযোগিতা, কুইজ, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা আয়োজন করবে ও বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)/জেলা ও উপজেলা প্রশাসন

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১২.	সারাদেশে অনুষ্ঠেয় আনন্দ শোভাযাত্রাসহ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	জননিরাপত্তা বিভাগ
১৩.	বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ আনন্দ শোভাযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণ করবে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৪.	আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।	অর্থ বিভাগ
১৫.	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের অধীনস্ত দপ্তরসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১২.১১.১৭
(মোহাম্মদ শফিউল আলম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪১৬.০৬.০০১.১৭.৫০০

তারিখ: ২৮ কার্তিক ১৪২৪ / ১২ নভেম্বর ২০১৭

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, ---------- মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৩. বিভাগীয় কমিশনার, ----------বিভাগ।
৪. মহাপরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
৭. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
৮. জেলা প্রশাসক, ----------জেলা।
৯. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ----------উপজেলা।
১০. ----------।

(মোঃ সাজ্জাদুল হাসান)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা

পত্র সংখ্যা ০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৮.০০৫.১৭-৪২৭

তারিখ ২৫.০৭.১৪২৪ ব: / ০৯.১১.২০১৭ খ্রী:

বিষয়: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "মেমোরি অব দ্য' ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার"-এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে "বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য'র" স্বীকৃতি লাভ করায় এ অসামান্য অর্জনকে যথাযোগ্যভাবে উদযাপন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "মেমোরি আব দ্য' ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যশনাল রেজিস্টার"-এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে "বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য'র" স্বীকৃতি লাভ করায় এ অসামান্য অর্জনকে যথাযোগ্যভাবে উদযাপন সংক্রান্ত এক সভা গত ০২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

০২। বর্ণিত সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ১০ (দশ) পাতা।

০৯।১১।২০১৭
(মোঃ আহসান কিবরিয়া সিদ্দিকি)
পরিচালক (প্রশাসন)
☎: ৯১১৪২৭০
ই-মেইল: diradmin@pmo.gov.bd

বিতরণ: কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সিনিয়র সচিব, ... (সকল)
৩। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
৪। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ
৫। সচিব, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রণালয়........................ (সকল)
৬। উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৭। জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম, প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, ফ্রান্স ও মহাসচিব, বিমসটেক, ঢাকা
৮। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৯। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১০। মহাপরিচালক (সকল), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১১। বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল)
১২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
১৩। জেলা প্রশাসক, ... (সকল)
১৪। মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি/শিল্পকলা একাডেমি/ শিশু একাডেমি/বাংলাদেশ টেলিভিশন/বাংলাদেশ বেতার

C:\Users\User\Desktop\কার্যবিবরণী বিতরণ সংক্রান্ত পত্র.docx

১৫। জনাব হাশেম খান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
১৬। সেলিনা হোসেন, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
১৭। জনাব মফিদুল হক, ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
১৮। জনাব তারিক আলী, সদস্য-সচিব, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
১৯। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট
২০। পরিচালক (সকল), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২১। সচিব, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন
২২। সিআরআই, ঢাকা
২৩। একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর .....বিষয়ক উপদেষ্টা (সকল), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২৪। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/ মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি)/ সিনিয়র সচিব এঁর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "মেমোরি অব দ্য' ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার"-এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে "বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য'র" স্বীকৃতি লাভ করায় এ অসামান্য অর্জনকে যথাযোগ্যভাবে উদযাপন সংক্রান্ত সভার

কার্যবিবরণী:

সভাপতি	: ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
সভার তারিখ	: ০২ নভেম্বর, ২০১৭
সময়	: বিকাল ০৩:০০ টা
স্থান	: সভাকক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। স্বাগত বক্তব্যে তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর International Memory of the World Register-এ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য (World Documentary Heritage) হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। বাঙালি জাতির জন্য এ এক অনন্য অর্জন; এ জন্য আমরা সবাই আনন্দিত ও গর্বিত। বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দিকনির্দেশনা ও সময়ে সময়ে তাঁর সানুগ্রহ পরামর্শের কথা সভায় তুলে ধরে তিনি এ অসাধারণ অর্জনের জন্য আজকের সভার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন এ অসামান্য অর্জনকে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও আনন্দ আয়োজনের মাধ্যমে উদযাপনের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য এ সভা আহবান করা হয়েছে।

০২। ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবং বিমসটেকের বর্তমান মহাসচিব জনাব মো: সহিদুল ইসলাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "মমে োরি অব দ্য' ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার"-এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে "বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য'র" স্বীকৃতি অর্জন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের পটভূমি তুলে ধরেন। তিনি এ স্বীকৃতি অর্জনের ক্ষেত্রে যাঁরা বিভিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁদের ধন্যবাদ জানান। এক্ষেত্রে তিনি মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তৎকালীন শিক্ষা সচিব ও বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, জনাব মফিদুল হক, বাংলা একাডেমি,

বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশনসহ সম্পৃক্ত সকলের সংশ্লিষ্টতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। এ প্রক্রিয়ার সংগে প্রথম থেকে যুক্ত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হক এ স্বীকৃতি অর্জনের প্রস্তুতি পর্ব ও বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্যোগ এবং এর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন।

০৩। এ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এ স্বীকৃতি অর্জনকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে কীভাবে যথোপযুক্ত আয়োজনের মাধ্যমে উদযাপন করা যায় সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলের মতামত আহবান করেন।

০৪। আলোচনায় অংশ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ 'বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য' স্বীকৃতি অর্জনকে উদযাপনের গুরুত্ব তুলে ধরে আয়োজনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি প্রস্তাব করেন, ক) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় উদযাপন আয়োজন করা খ) প্রাতিষ্ঠানিক সকল পর্যায়ে উদযাপনের কর্মসূচি গ্রহণ গ) কেন্দ্রীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে উদযাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ ঘ) বিষয়টির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তথ্যসহ পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ঙ) কেন্দ্রীয় আয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।

০৫। শিল্পী হাশেম খান বলেন, এই অর্জনের ভিন্ন একটি দিক হলো, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলাদেশের ঐতিহাসিক অর্জন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ও মহান স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ায়; এ স্বীকৃতির মাধ্যমে তাদের নৈতিক পরাজয় ঘটেছে। নতুন প্রজন্মের কাছে এ অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরতে তিনি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্রুততম সময়ে একটি নির্দিষ্ট দিনে আনন্দ শোভাযাত্রাসহ বিষয়টি উদযাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি ৭ই মার্চের ভাষণের ঐতিহাসিক স্থানটিকে জাতীয় স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে গড়ে তোলার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের উপর একটি তথ্যফলক তৈরি করে তা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থায়ীভাবে প্রদর্শনের পরামর্শ প্রদান করেন। পাশাপাশি তিনি জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক সম্ভাব্য আয়োজন সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন।

০৬। কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন বলেন, ইউনেস্কো আমাদের মহান একুশে ফেব্রুয়ারি, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের যে স্বীকৃতি দিয়েছে এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে; যা জাতি হিসেবে আমাদের এক অনন্য অর্জন। তিনি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের অব্যবহিতপূর্বে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে দেয়া অনুপ্রেরণা ও পরামর্শবাণীর কথা সভায় তুলে ধরে এ আনন্দ মুহূর্তে বঙ্গমাতাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি শিশু একাডেমি কর্তৃক সম্ভাব্য উদযাপনের পরিকল্পনা সভায় তুলে ধরেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, শিশু একাডেমিতে বঙ্গবন্ধুর

৭ই মার্চের ভাষণের উপর একটি পুস্তিকা রয়েছে; তিনি এটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাপিয়ে শিশু-কিশোরদের কাছে বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেন।

০৭। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতির প্রক্রিয়ার সাথে বাংলা একাডেমির সম্পৃক্ততার কথা তুলে ধরেন। তিনি 'The Ten Elements of Intangible Cultural Heritage Bangladesh' নামে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেন; যেখানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি বলেন, এ অর্জনকে আন্তর্জাতিক ও দেশময় ছড়িয়ে দিতে বাংলা একাডেমি কর্তৃক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করা হবে। এ অর্জনের ক্ষেত্রে যে সকল বিদেশী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান সরাসরি সম্পৃক্ত, এ জাতীয় সেমিনারে তাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য উদ্যোগ নেয়া হবে।

০৮। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সদস্য সচিব জনাব তারিক আলী আসন্ন বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে এ অর্জন উদযাপনের পরিকল্পনা গ্রহণের অনুরোধ করেন। তিনি ৭ই মার্চের ভাষণের বিভিন্ন দিক বিশেষ করে সম্প্রীতি ও বন্ধনের যে বাণী বঙ্গবন্ধু সেদিন দিয়েছিলেন, তা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে অনুরোধ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক গৃহীতব্য কর্মসূচি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের 'টিচার্স নেটওয়ার্ক' আছে। শিক্ষকদেরও এ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা হবে।

০৯। সভায় উপস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর ও মেমোরিয়াল ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাশুরা হোসেন সভাকে অবহিত করেন যে, প্রতি বছর বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এ বছর এ অর্জনকে সামনে রেখে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় ও নতুন আঙ্গিকে দিবসটি উদযাপনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১০। সিআইআর এর প্রতিনিধি জনাব তন্ময় দাস সভাকে অবহিত করন যে, প্রতিবছর সিআইআর এর পক্ষ থেকে ৭ই মার্চ 'জয় বাংলা কনসার্টের' আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ কনসার্টের মাধ্যমে ভিন্ন আঙ্গিকে নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে উপস্থাপন করা হয়। নতুন প্রজন্মের কাছে তাদের প্রত্যাশামত তাদের উপযোগী করে যেকোন বিষয়ে উপস্থাপন করা যুক্তিযুক্ত। তিনি এ ঐতিহাসিক অর্জনকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে ভিন্ন আঙ্গিকে অনুষ্ঠান পরিবেশনার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান। তিনি এক্ষেত্রে জেলা উপজেলা পর্যায়ে কনসার্ট/ ভিন্ন মাত্রার অনুষ্ঠান আয়োজন করে এ অর্জনকে নতুন প্রজন্মের

কাছে উপস্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি 'ইয়ুথ বাংলা' প্লাটফর্মকে ব্যবহার করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ও বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে এর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি প্রচারণার প্রস্তাব করেন।

১১। সভায় উপস্থিত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভারপ্রাপ্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আলোচনায় অংশ নিয়ে স্ব স্ব মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীতব্য কর্মসূচি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। সচিবগণ জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে এ অর্জন উদযাপনের বিভিন্ন দিক সভায় তুলে ধরেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক বলেন, স্থানীয় সরকারের বিদ্যমান ৫৪৩৬টি ইউনিটে এ ঐতিহাসিক অর্জনটি উদযাপন করা হবে। তিনি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ও বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতির বিষয়টি বিজয় দিবসের আলোচনার প্রতিপাদ্য হিসেবে নির্বাচনের প্রস্তাব করেন। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বাৎসরিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সাংস্কৃতিক অংশের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির পরামর্শ প্রদান করেন। তথ্য সচিব জনাব মরতুজা আহমদ তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল আয়োজন ও উদ্যোগের রূপরেখা সভায় উপস্থাপন করেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: ইব্রাহিম হোসেন খান অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় আয়োজনের সাংস্কৃতিক অংশের দায়িত্ব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, আজকের আলোচনায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এ ঐতিহাসিক স্বীকৃতিকে উদযাপনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পক্ষ থেকে স্থানীয় প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে। তিনি সম্ভাব্য আয়োজনের একটি সর্বজনীন রূপরেখা প্রণয়নের জন্য সভাপতিকে অনুরোধ জানান। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব অপরূপ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ইউনিটের মাধ্যমে বিষয়টি উদযাপনের সম্ভাব্য আয়োজন সম্পর্কে আলোকপাত করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: মহিউদ্দীন খান শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্ভাব্য আয়োজন সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন এ অসাধারণ অর্জন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিতকরণের জন্য বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে।বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি জনাব মোখলেসুর রহমান পুলিশ বাহিনীতে এ সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বিভিন্ন পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণার্থীদের এ বিষয়ে অবহিত করা হবে মর্মে জানান। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি কমোডর এ কে আজাদ জানান যে, তারা এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে যাতে সংশ্লিষ্ট সকলে এ গৌরবের অংশীদার হতে পারে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহি:প্রচার অনুবিভাগের মহাপরিচালক ফেরদৌসি শাহরিয়ার বলেন, এ স্বীকৃতি অর্জনের প্রামাণ্য তথ্যচিত্র, পুস্তিকা ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টরি বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে সরবরাহ করা হবে এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বাংলাদেশী দূতাবাসসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান

করা হবে; পাশাপাশি বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাসসমূহকেও এ ঐতিহাসিক অর্জনের বিষয়টি কূটনৈতিকভাবে অবহিত করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) জনাব কবির বিন আনোয়ার ও এটুআই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের পটভূমি, প্রাসঙ্গিকতা ও রাজনৈতিক বিবেচনায় এর গুরুত্বের বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকসহ জনপ্রেক্ষিতে যথাযথভাবে তুলে ধরতে অনুরোধ করেন। বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতির বিষয়টি যথার্থতার সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তির জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তিনি বলেন এটুআই প্রকল্পের পক্ষ থেকে যেকোন আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর উপ প্রেস সচিব জনাব আশরাফুল আলম খোকন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বিষয়টি প্রচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এক্ষেত্রে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করেন। তিনি প্রতিবছর এ অর্জনকে উদযাপনের লক্ষ্যে ৭ই মার্চকে জাতীয় দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেন।

১২। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হক বলেন বঙ্গবন্দুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে প্রচারের ক্ষেত্রে যারা ভূমিকা রেখেছে, অগ্নিঝরা মার্চের সেই ঐতিহাসিক দিনে রেসকোর্স ময়দানের সমাবেশকে সফল করতে যারা নেপথ্য ভূমিকা রেখেছে, তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি দানের সময় এসেছে। তিনি স্থানীয় আয়োজনে জনসম্পৃক্ততার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণ যারা শুনেছেন, তাদের পক্ষ থেকে অনুভূতি শোনার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। তিনি ডাকবিভাগের পক্ষ থেকে "I was there" বা "আমিও সেখানে ছিলাম" শিরোনামে বিনামূল্যে একটি পোস্ট কার্ডের মাধ্যমে গণমানুষের অনুভূতি সমৃদ্ধ লেখনি সংগ্রহের প্রস্তাব করেন।

১৩। সকলের আলোচনা ও পরামর্শ পর্যালোচনান্তে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "মেমোরি অব দ্য' ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার"-এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে "বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য'র" স্বীকৃতি অর্জনের বিষয়টি জাতীয়ভাবে উদযাপনের নিম্নোক্ত রূপরেখা সভায় তুলে ধরেন-

ক) প্রতিটি দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এ গৌরবময় অর্জনকে উদযাপন ও সংশ্লিষ্টদের অবহিত করার জন্য স্ব স্ব কর্মসুচি প্রণয়ন করবে এবং আগামী এক মাসের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবে।

বাস্তবায়নেঃ সকল দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান।

খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা, ইংরেজি বিদ্যালয় ও কলেজসমুহের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য সম্পর্কে এবং ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হবে। এ জন্য বাংলা ও ইংরেজিতে সহজবোধ্যভাবে ৩/৪ পৃষ্ঠার মধ্যে একটি লেখা প্রস্তুত করতে হবে। এ লেখাটি প্রস্তুতের দায়িত্ব যৌথভাবে পালন করবেন ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হক। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ অর্জন নিয়ে প্রতিটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একদিন 'বিশেষ পাঠদান' কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে।

বাস্তবায়নেঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশন।
সহযোগিতায়ঃ স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা অফিস

গ) প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/গ্রন্থাগার/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ৭ই মার্চের ভাষণের কপি সম্বলিত একটি 'তথ্য ফলক' সংরক্ষণ করা হবে। শিল্পী হাশেম খান ৭ দিনের মধ্যে ডিজাইন করে দেবেন। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফলকটি বাঁধাই করে তাদের গ্রন্থাগার বা নির্দিষ্ট কোন স্থানে স্থাপন করবে যাতে শিক্ষার্থীদের দেখা ও পাঠ করা সম্ভব হয়। একইভাবে প্রতিটি গণগ্রন্থাগারে ভাষণের কপি সংরক্ষণ করা হবে।

বাস্তবায়নেঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ঘ) সকল সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে অবহিত করার উদ্যোগ নেবে এবং এ অর্জনের আনন্দ উদযাপনের লক্ষ্যে সুবিধাজনক সময়ে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।

বাস্তবায়নেঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন/ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

ঙ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৭ই মার্চের ভাষণের উপর রচনা প্রতিযোগিতা, কুইজ, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা আয়োজন করবেও বিজয়ীদের পুরষ্কার প্রদানের ব্যবস্থা নেবে।

বাস্তবায়নেঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড সমূহ/ জেলা প্রশাসন

চ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের খোলা মাঠে বড় পর্দায় ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে সুবিধাজনক সময়ে ৭ই মার্চের ভাষণ প্রচার ও শ্রেণিকক্ষে এ নিয়ে পাঠ-আলোচনার ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/
স্থানীয় সরকার বিভাগ/ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়

ছ) প্রতিটি জেলায় ও উপজেলায়

'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য
বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ'

-এই শিরোনামে একটি বর্ণাঢ্য ও উৎসব মুখর কনসার্টের আয়োজন করতে হবে। সেখানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সঙ্গীত আয়োজন ইত্যাদি পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকবে। এ কনসার্টে তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি যাতে নিশ্চিত হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

আয়োজনেঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় / শিল্পকলা একাডেমি/ জেলা প্রশাসন
পরিকল্পনা সহযোগিতায়ঃ সিআরআই, ঢাকা।

জ)

- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ অর্জন সম্পর্কে বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূতদের অবহিত করবে;
- ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও ভাষণের ইংরেজি অনুবাদ এবং ভাষণের আলোকচিত্রসহ একটি পুস্তিকা বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ অবিলম্বে প্রকাশ করবে। ভাষণের সিডি সাবটাইটেলসহ প্রকাশ করতে হবে। আগামীতে জাতিসংঘের অন্য ভাষায় এর প্রামাণ্য অনুবাদও যেন থাকে সে ব্যবস্থা করতে হবে;
- পুস্তিকা ও সিডি বিভিন্ন দূতাবাস ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রেরণ করতে হবে;
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ তাদের সুবিধাজনক সময়ে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।

বাস্তবায়নেঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগিতাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়

ঝ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সারাদেশে শিশুদের নিয়ে আনন্দ আয়োজনের ব্যবস্থা নেবে। বঙ্গবন্ধু ও ৭ই মার্চ বিষয়ে শিশুতোষ পুস্তক সারাদেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

ঞ) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বিজিবি, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ আনসার এ বিষয়ে স্ব স্ব কর্মসূচি গ্রহণ করবে। তাদের প্রশিক্ষণার্থীদের এ অর্জন সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত করতে হবে।

ট) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কেন্দ্রীয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

ঠ) সকল সংবাদ মাধ্যম স্ব স্ব উদ্যোগে এতদসংক্রান্ত বিশেষ সংখ্যা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, স্মৃতিচারণমূলক লেখা, কবিতা ইত্যাদি প্রকাশের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়নেঃ সকল সংবাদ মাধ্যম
সমন্বয় ও সহযোগিতাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়

ড) ডাক বিভাগ

- ৭ই মার্চে এ উপলক্ষ্যে স্মারক ডাক টিকেট প্রকাশের উদ্যোগ নেবে;
- "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ আমিও শুনেছি"- এই লেখা সম্বলিত একটি পোস্টকার্ড প্রকাশের ব্যবস্থা নেবে। যাতে সারাদেশের মানুষ এ আনন্দ উৎসবে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে।

বাস্তবায়নেঃ বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ঢ) এ অর্জনকে প্রতিপাদ্য করে সকল বিশ্ববিদ্যালয়/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজেদের আঙ্গিকে সভা-সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য করে রচনা প্রতিযোগিতার আনন্দধর্মী কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নেঃসংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ণ) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা ও সমধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলো ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা ও চিত্র প্রদর্শনির আয়োজন করবে। শ্রেষ্ঠ ছবিসমূহকে পুরস্কৃত করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃবিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ /শিল্পকলা একাডেমি/ জাতীয় জাদুঘর

ত) জাতীয় জাদুঘর ৭ই মার্চের ভাষণের উপর ডিসপ্লের ব্যবস্থা করবে। সেই সাথে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের আলোকচিত্র নিয়ে পক্ষকালব্যাপী প্রদর্শণীর ব্যবস্থা নেবে।

বাস্তবায়নেঃ জাতীয় জাদুঘর

থ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মসজিদভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও ইমামদের বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানেও বিষয়টি প্রতিপাদ্য করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে ওবিজয়ীদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন

দ) সারা দেশে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ (সাদাকালো ও রঙিণ) ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লের মাধ্যমে প্রচার করতে হবে। এ কাজে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ/ তথ্য মন্ত্রণালয়/ সিটি কর্পোরেশন সমূহ

ধ) বাংলা একাডেমি বিষয়টির উপর জাতীয় আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করবে; যেখানে এ অসাধারণ অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবিদের আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি ৭ই মার্চের ভাষণের বিভিন্নজনের লেখা সম্বলিত ইংরেজিতে মূল্যায়নধর্মী গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেবে।

বাস্তবায়নেঃ বংলা একাডেমি

ন) মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর 'টিচার্স নেটওয়ার্কের' মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ বিষয়ে কনটেন্ট তৈরীর উদ্যোগ নেবে। এটি যাতে সারাদেশের শিশুদের মধ্যে শেয়ার করা যায় সে ব্যাবস্থাও নিতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
সহযোগিতায়ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প) চলচ্চিত্র ও প্রকাশণা অধিদপ্তর এ জন্য প্রয়োজনীয় পোস্টার ছাপানোর উদ্যোগ নেবে। পোস্টারের কনটেন্ট ও ডিজাইন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর/ তথ্য মন্ত্রণালয়

ফ) বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার বিষয়টির উপর বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অনুষ্ঠান প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের গুণগত মান ও ভিন্নধর্মী এবং শৈল্পিক, নান্দনিক ও দর্শকগ্রাহীভাবে উপস্থাপনের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। অন্য ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতেও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে স্থানীয় পর্যায় থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত কুইজ, সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ তথ্য মন্ত্রণালয়

ব) ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের উপর বিভিন্ন কনটেন্ট তৈরি ও তা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পুরস্কারের আওতায় আনয়নের জন্য এটুআই প্রকল্প প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তত্ত্বাবধানেঃ এটুআই কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

ভ) অবিলম্বে সারাদেশে একইদিনে "আনন্দ শোভাযাত্রা"র মাধ্যমে বিষয়টি উদযাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন ও গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্পৃক্ততায় আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশে এ আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ এর সমন্বয়ে প্রস্তাবিত আয়োজনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শক্রমে সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করবেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পক্ষ থেকে মহাপরিচালক (প্রশাসন) কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের সাথে সমন্বয় সাধন করবেন।

বাস্তবায়নেঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

ম) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ বিবেচনামতে নির্ধারিত তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় উপস্থিতিতে ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে দিবসটি উদযাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪। সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৯/১২/২০১৭

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব